দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 02 APR 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

15

তিন বস্তা নকল

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

স্থান : গুরুদয়াল কলেজ ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র। তারিখ ৩০শে মার্চ। পরীক্ষকেরা বাহিরে ইতস্তত: বসিয়া আছেন। ভিতরে পরীক্ষার্থীরা বই দেখিয়া প্রশ্নপত্রের

(শেষ পৃ: ৩-এর ক: দ্র:)

তিন বস্তা

(১ম পৃ: পর)

উত্তর লিখিতেছে। এই অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নেতৃত্বে একটি পর্যবেক্ষণ দল এই কেন্দ্রে পৌঁছার পরও পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নাই। পর্যবেক্ষণ দল পরে কেন্দ্রে দুইটি কক্ষের ১৬৪ জন পরীক্ষার্থীর নিকট হইতে যখন নকল উদ্ধার করিতেছিলেন, তখন তাহাদের অনেকের বক্তব্য ছিল : 'প্লিজ বই নিবেন না। আমাদের কাজ আমাদের করিতে দিন।' উদ্ধারকৃত নকলগুলির পরিমাণ দাঁড়ায় তিন বস্তা। এগুলি শুধু সামনে রাখা বই ও কাগজপত্র। শরীর তল্লাশী করিলে আরও এক বস্তা পাওয়া যাইত।

গতকাল (সোমবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাহ হাবিবুর রহমান গুরুদয়াল কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রের এই বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি বলেন, ৫ই ফেব্রুয়ারী ডিগ্রী পরীক্ষা শুরুর পর হইতে এই কেন্দ্রে নজীরবিহীন অব্যবস্থার মধ্যে পরীক্ষা চলিতেছে। প্রথমদিন নকল করিতে বাঁধা দেওয়ার কারণে কলেজের দুইজন শিক্ষক ও কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রহার করা হয়। ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষক পরিষদ পরীক্ষা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেও প্রাণের ভয়ে তাহাদেরকে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত থাকিতে হইতেছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জানান, জেলা প্রশাসক এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে চিঠির মাধ্যমে গুরুদয়াল কেন্দ্র বাতিলের প্রস্তাব দিয়াছেন। এক প্রশ্নের জবাবে শাহ হাবিবুর রহমান বলেন, প্রকাশ্য নকলের এই ঘটনার উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়া হইলে শিক্ষা ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন হইবে। পরীক্ষা কেন্দ্রে আমরা নিজে যাহা দেখিয়াছি তাহা খুবই উদ্বেগজনক। বিষয়টি গুরুত্বের সহিত দেখা হইতেছে। গুরুদয়াল কেন্দ্র বাতিলের ব্যাপারে একটি প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।